তৃতীয় নীতি: নবী صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ এমন মানুষের মাঝে আসেন, যারা ইবাদতে শতধা বিভক্ত ছিল। কেউ ইবাদত করতো ফেরেশতাদের, কেউ নবী ও সৎ লোকদের, কেউ গাছ-পালা ও পাথরের; কেউ আবার চন্দ্র-সূর্যের ইবাদত করতো। রসুলুল্লাহ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ ওদের সবার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন কোনো পার্থক্য ছাড়া। দলীল আল্লাহ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ বলেন:

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾ [الانفال: ٣٩]

“ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয়ে আনুগত্য পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।” [আনফাল: ৩৯]

চতুর্থ বিষয়: এ যুগের মুশরিকরা শিরকের ক্ষেত্রে আগের যুগের মুশরিকদের চেয়েও জঘন্য। কারণ, আগের লোকজন সুখ-সচ্ছলতায় শিরক করলেও দুঃখ-দুর্দশায় একান্তভাবে আল্লাহকে ডাকতো। কিন্তু বর্তমানের মুশরিকরা সুখ-দুঃখ সর্বাবস্থায় শিরকে লিপ্ত। দলীল তিনি تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ বলেন:

﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾

[العنكبوت: ٦٥]

“যখন ওরা নৌযানে চরে তখন (বিপদ দেখলে) আল্লাহকে ডাকে একনিষ্ঠ আনুগত্যের সাথে। এরপর ওদের উদ্ধার করে স্থলে ফিরিয়ে দিলে, ওরা শিরক করে।” [আনকাবুত: ৬৫]

হে আল্লাহ! আমাদেরকে মুয়াহহিদদের মতো জীবন ও মুয়াহহিদ অবস্থায় মৃত্যু দিন এবং তাঁদের সাথেই পুনরুত্থিত করুন।

আল্লাহ আপনাকে তাঁর আনুগত্যের পথ দেখাক:

আল্লাহ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ আপনাকে সৃষ্টি করেছেন নির্ভেজাল আনুগত্যের সাথে একমাত্র তাঁর ইবাদত করার জন্য। তিনি تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ বলেন:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦]

"জিন ও মানুষকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।" [যারিয়াত: ৫৬] 'আল্লাহ আপনাকে তাঁর ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন' জানার পর এটাও জেনে নিন, তাওহীদ ছাড়া ইবাদত অগ্রহণযোগ্য যেমন পবিত্রতা ছাড়া সালাত অগ্রহণযোগ্য। নাপাকি যেভাবে পবিত্রতা নষ্ট করে শিরক সেভাবে ইবাদত নষ্ট করে। শিরকের সংমিশ্রণ ইবাদত নষ্ট ও আমল ধ্বংস করে ব্যক্তিকে চিরস্থায়ী জাহান্নামী বানায়। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨]

"নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না, তা ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।" [নিসা: ৪৮] তাই আপনার জন্য বিশুদ্ধ তাওহীদ এবং শিরকে আকবার সম্পর্কে জ্ঞানার্জন অত্যন্ত জরুরি। আর এ ক্ষেত্রে আপনাকে সাহায্য করবে চারটি মৌলিক বিষয়, যা আল্লাহ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ কুরআনে উল্লেখ করেছেন।

প্রথম বিষয়: রসুলুল্লাহ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ যে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, ওরা স্বীকার করত আল্লাহ সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা ও পরিচালক। তবুও এই স্বীকৃতি ওদেরকে ইসলামে দাখেল করেনি। দলীল আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ বলেন:

﴿قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ

الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ [يونس: ٣١]

"বল, 'কে তোমাদের আসমান ও যমিন থেকে রিজিক দেন? শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি কার কর্তৃত্বাধীন? আর মৃত থেকে জীবিতকে ও জীবিত থেকে মৃতকে কে বের করেন? এবং সব কিছু কার নিয়ন্ত্রণাধীন?' ওরা অবশ্যই বলবে: 'আল্লাহ'। তখন আপনিও বলুন, তবুও কি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে না?" [ইউনুস: ৩১]

দ্বিতীয় বিষয়: মুশরিকরা বলত, আমরা শুধু (আল্লাহর) নৈকট্য ও সুপারিশের আশায় ওদের ডাকি ও স্মরণাপন্ন হই।

ওরা নৈকট্যের উদ্দেশ্যে পূজা করত, দলীল আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ বলেন:

﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾ [الزمر: ٣]

"যারা তাঁকে ছাড়া অন্যদের অভিভাবক মানে। (ওরা বলে) 'এরা আমাদের আল্লাহর সান্নিধ্যে এনে দেবে, এজন্যই ওদের ইবাদত করি'। অবশ্যই আল্লাহ ওদের মতভেদের মীমাংসা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ মিথ্যাবাদী কাফেরকে হেদায়াত দেন না।" [যুমার: ৩]

সুপারিশের জন্য পূজা করত, তিনি বলেন:

﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ﴾ [يونس: ١٨]

"ওরা আল্লাহকে ছাড়া এমন কিছুর ইবাদত করে যা ওদের কোনো অপকার বা উপকার কিছুই করতে পারে না। অথচ ওরা বলে, 'এরা আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী'।" [ইউনুস: ১৮] মুশরিকদের এসকল কর্মকাণ্ড সবই শিরক।